৩০-১০-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের জ্ঞানের কস্তুরী দেন, তাই এমন বাবার কাছে তোমাদের সমর্পিত হতে হবে, মাতা - পিতাকে অনুসরণ করে মানুষকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।"

প্রশ্ন :- ভাগ্যবান বাচ্চাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- ভাগ্যবান সন্তানরা খুব ভালোভাবে নিজেরা পড়বে আর অন্যকে পড়াবে । তারা সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হবে । তারা কখনোই বাবার হাত ছাড়বে না । কাজ - কারবার করার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই কোর্সও করবে । তারা খুব খুশীতে থাকবে । কিন্তু যাদের ভাগ্যে নেই, তারা লটারী পেয়েও হারিয়ে ফেলবে ।

গীত :- ভোলানাথের মতো অনুপম কেউ নেই আর.....

ওম্ শান্তি । ভোলা তাকেই বলা হয় যে কিছুই বোঝে না বা জানে না । এখন বাচ্চারা জানে যে, বরাবর আমরা মানুষরা কতো ভোলা ছিলাম, মায়া কতো ভোলা বানিয়ে দেয় । এও জানে না যে বাবা কে ? বাবা বলে ডাকতে থাকে কিন্তু জানে না, আর এও জানে না যে বাবার থেকে কি সম্পত্তি পাই । তাহলে ভোলা বলবে তো, তাই না । ভোলাই বলো বা বুদ্ধু, কথা একই । এই সময় সকলেই বুদ্ধিহীন হয়ে আছে, আবার তাদেরই এই বুদ্ধিহীনতার অহংকার আছে । বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জানো আর বাবার থেকেই শুনছো । আর আত্মাদেরতো দেহী - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে । বাবা নিজে বসে শেখাচ্ছেন যে, হে আত্মা, দেহী - অভিমানী হও । নিজেদের পারলৌকিক বাবার সন্তান, এই নিশ্চিত করো । লৌকিক বাবাকে তো তোমরা জানোই, বাকি তোমরা এতই ভোলা যে পারলৌকিক বাবাকে জানোই না । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে যে, এই কথা পরম পিতা পরমাত্মাই বোঝান । তোমরা ছোটো বাচ্চা নয়, তোমাদের অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ তো বড় । বাবা বোঝান যে -- যদি তোমরা নিজেকে দেহ মনে করো তাহলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না । নিজেকে দেহী - অভিমানী মনে করো । বাচ্চা - বাচ্চা বলে বাবা শরীরকে নয়, আত্মাকে ডাকতে থাকে । আর আত্মা বাচ্চারা সকলেই শিব পরমাত্মাকেই 'বাবা' বলে ডাকে, অন্য কোনো আত্মা বা ব্রহ্মাকে বলে না । ব্রহ্মাও শিববাবার সন্তান । এখন তোমরা জানো যে আমাদের বেহদের বাবা এনার মধ্যে এসেছেন । তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ৮৪ র চক্রকেও স্মরণ করতে হবে । এ হলো বেহদের পাঁচ হাজার বছরের নাটক । তোমরা হলে অভিনেতা । এখন তোমরা এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । তাই সারা চক্র বুদ্ধিতে ঘোরা উচিত । তোমাদের নাম কতো উজ্জ্বল । এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী আর ভবিষ্যতে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । ৮৪ জন্মের কাহিনী এই চক্রে সিদ্ধ হয় । তোমরা এখন বাবার হয়েছো, এইকথা স্মৃতিতে রাখতে হবে । যত অন্ধের লাঠি হতে পারবে, ততই বাবা ভাববে যে, এরা দয়ালু হয়েছে । বলা হয় দয়া করো, সহানুভূতি করো । তোমরা জানো যে বাবা কি দয়া করে থাকেন । বাবাকে পেয়েছো তাই কত খুশীতে থাকা উচিত । এখন তোমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । যেমন বলা হয় যে, সেন্টার যেমন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই তোমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । উঁচুর থেকে উঁচু পুরুষার্থ করতে হবে, বাবা আর মাম্মাকে অনুসরণ করতে হবে । লৌকিকে বাচ্চারা বাবাকে অনুসরণ করে পতিত হয়ে যায় । এ তো পারলৌকিক বাবার জন্য বলা হয় যে .....তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে । বাবা - মাম্মাকে দেখো

যে তাঁদের কাজ কি ? তাঁদের কাজ হলো পতিতদের পবিত্র করা । অন্য ধর্মপিতারা যখন আসেন তখন তাঁদের ধর্মের আত্মারা সব ওপর থেকে আসতে থাকে । সেখানে পরিবর্তন করার কোনো কথাই নেই । এখানে পরিবর্তন করতে হবে, শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে হবে । এরজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে । তোমরা কত ধরনের এই জ্ঞানের কাগজ দাও, মানুষ দেখে তা আবার ছিঁড়েও ফেলে ।

তোমরা বাচ্চারা হলে রূপ বসন্ত । যেমন বাবা, তেমনই তোমরা বাচ্চারা । তোমাদের জ্ঞানের বর্ষণ করতে হবে । এই চিত্র খুবই সুন্দর । ত্রিমূর্তির চিত্র অবশ্যই প্রয়োজনীয় এতে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সা দুইই এসে যায় । বাবা ছাড়া দাদুর বর্সা কিভাবে পাবে ? কৃষ্ণের চিত্র খুব সুন্দর লাগে, তোমাদের এই বিচিত্র রূপ ভালো লাগে কেননা তোমাদের বাবা বলেন,"আত্ম – অভিমানী" হও । তোমরা নিজেদের বিচিত্র রূপ মনে করো তাই বিচিত্র রূপে পরমাত্মাকেও স্মরণ করো । বাবা যখন রচয়িতা তখন তিনি অবশ্যই নতুন দুনিয়াই রচনা করেন । সেখানে লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্য ছিলো । লক্ষ্মী – নারায়ণের চিত্রও বানানো হয়েছিলো আর লেখা হয়েছিলো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ .....লক্ষ্মী – নারায়ণ, মহারাজা – মহারাণীর তো নেশা থাকে যে আমরা বাবাকে স্মরণ করে এই হতে চলেছি । তাই সর্বদা 'বাবা – বাবা' করতে থাকো আর ভবিষ্যৎ পদকেও স্মরণ করো তাহলেই সত্যযুগে চলে যাবে । যেমন এক উদাহরণ দেওয়া হয় যে -- আমি মোষ, আমি মোষ .....এই বলতে বলতে নিজেকে মোষ ভাবতে লাগে । কিন্তু বললেই তা কেউ হয়ে যায় না । বাকি তোমরা জানো যে -- আমি আত্মা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি । এখন আমরা ভিখারী, এ হলো এক আশ্চর্য । ওখানে তো একজন রাজ্য করবে না । তাদের রাজত্বকাল চলতে থাকবে । তাদের সন্তানাদি হবে । ১২৫০ বছর ধরে থোড়াই লক্ষ্মী – নারায়ণ রাজত্ব করবে । বলা হয় সত্যযুগের আয়ু অনেক বড়, তাহলে প্রজাও তো চাই । তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা থাকা দরকার ।

তোমরা যে কোনো মানুষের সমনে চিত্র রেখে বোঝাতে পারো যে ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো । এখন পুরানো দুনিয়া হলো নরক, তাই এইকথা পাকা হওয়া উচিত যে আমরাই স্বর্গবাসী ছিলাম, এখন নরকবাসী আবার স্বর্গবাসী হতে চলেছি । সত্যযুগে লক্ষ্মী – নারায়ণ আর ত্রেতায় রামসীতার রাজ্য ছিলো, তখন সবাই স্বর্গবাসী ছিলো । এই চক্রে ৮৪ র চক্র সিদ্ধ হয় । ঝাড়ে কিভাবে পূজনীয় থেকে নামতে নামতে পূজারী হয়ে যায়, এইকথাও সিদ্ধ হয় । তোমরা বলো যে এই সময় সকলেই নাস্তিক কেননা কেউই বাবাকে জানে না । এখন তোমরা জানো যে সকলেই এই কবরস্থানে পড়ে আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে গুপ্ত । ইংরাজীতে আন্ডারগ্রাউন্ড বলা হয় । ওখানে কেউই আন্ডারগ্রাউন্ড থাকে না, আন্ডারগ্রাউন্ড হলে তোমরা । কিন্তু তোমাদের কেউই জানে না । এখানে তোমরা সামনে বসে থাকো তাই মজা পাও । বেহদের বাবা পরমধাম থেকে এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের পড়ান । এই চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । বাকি সারাদিন ধরে তিনি এনার মধ্যে থাকেন না । বাবা বলেন, আমি সেবা করি, বাচ্চাদের নাম উজ্জ্বল করার জন্য আমি প্রবেশ করি । তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও,শঙ্খধারী হও । তোমাদের জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে । শঙ্খই বলো বা মুরলী .....বিষয় একই । ওরা কৃষ্ণের মুরলী দেখিয়ে দিয়েছে । কৃষ্ণ তো রত্নজড়িত মুরলী বাজান – খেলাধুলা করার জন্য । ওখানে জ্ঞানের কোনো মুরলী নেই । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে আগের কল্পে তোমরা সত্যযুগে অভিনয় করেছিলে তেমনই এখনো আবার তা করবে । বাকি বাবার থেকে তো তোমরা আশীর্বাদী বর্সা নেবে । কিন্তু বাচ্চারা ঘরে গেলেই সব ভুলে যায় । বাবা বলেন, এখান থেকে পাকা হয়ে যাও । কাজ কারবার করো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো ।

এক সেকেন্ডেই কোর্স করো । যেমন অনেকেই বিয়ের পরে পড়াশোনা করে । তোমরাও তেমনই কাজ কারবার করেও এই পড়া পড়তে থাকো । কুমার – কুমারীদের জন্য খুবই সহজ । কেবল এইকথা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । ব্রহ্মার জন্য এইকথা বলা হয় না ।

বাবা বলেন যে কবে থেকে নিশ্চিত হয়েছো ? যদি নিশ্চয়তা থাকে তাহলে এমন বাবাকে কখনোই ছাড়া উচিত নয় । যতক্ষণ না বাবা বলেন, নিজে পড়ে অন্যকে পড়াও । বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশী থাকা প্রয়োজন । যেমন গরীব মানুষ যখন লটারী পায় তখন পাগল হয়ে যায় । কিন্তু এইসব কথা বাচ্চারা কাজ – কারবারে গিয়ে সব ভুলে যায় । তাই বাবা বোঝান, এত বড় লটারী দিলাম কিন্তু পাগল হয়ে গেলে । ভাগ্যতে না থাকলে আর কি হবে, তাই তো বলা হয় ভাগ্যবান কাউকে দেখতে হলে এখানে দেখো । বাবা তো বলেন যে, তোমরা কল্পের শেষে এসে বাবাকে পেয়েছো । "বাবা – বাবা" বলতে থাকো, ভোরে উঠে স্মরণ করো, যা মানুষের প্রিয় হয়, তার প্রতি বলিহারি যায় । আমরাও নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করি । এ হলো জ্ঞান কস্তুরী । আমরাই ভারতের উদ্ধারকারী । সত্য নারায়ণ, অমরনাথের কথা, তিজরীর কথা যারা শোনায়, সেই সত্য বাবার সত্য ব্রাহ্মণ বাচ্চা তোমরা, তাই মনে কোনো ত্রুটি রেখো না । ত্রুটি থাকলে উঁচু পদ পেতে পারবে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রির ক্লাস ২৮-০৩-৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন যে এমন অভ্যাস করো যে, সবকিছু দেখেও অভিনয় করেও বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সাথেই লেগে থাকে । তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । এই দুনিয়া ছেড়ে আমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই খেয়াল আর কারোর বুদ্ধিতেই থাকবে না । আর কেউই এই কথা বুঝবে না । ওরা তো ভাবে যে এই দুনিয়া আরো অনেকদিন চলবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা এখন আমাদের নিজের দুনিয়ায় যাচ্ছি । আমরা রাজযোগ শিখছি । অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে অথবা অমরপুরীতে যাবো । এখন তোমাদের পরিবর্তন হচ্ছে । তোমরা এখন আসুরী মানুষ থেকে দৈবী মানুষ হচ্ছো । বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা করে তুলছেন । দেবতাদের মধ্যে দৈব গুণ থাকে । দুনিয়ার অন্য মানুষরাও মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যে দৈবগুণ নেই । এখানকার মানুষদের মধ্যে আসুরী গুণ আছে । তোমরা জানো যে এই আসুরী রাবণ রাজ্য আর থাকবে না । এখন আমরা দৈবগুণ ধারণ করছি । নিজেদের জন্ম – জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভস্ম করছি । করছি কি করছি না, তা প্রত্যেকেই নিজের গতিকে জানে । প্রত্যেককে তাদের দুর্গতি থেকে সদ্গতিতে আনতে হবে অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । সত্যযুগে আছে বিশ্বের বাদশাহী । সেখানে এক রাজ্য । এই লক্ষ্মী – নারায়ণ তো বিশ্বের বিশ্বের মহারাজন । দুনিয়ার কেউ এইকথা জানে না । এক এক করে এদের রাজত্ব শুরু হয় । তোমরা জানো যে আমরা এই হতে চলেছি । বাবা বাচ্চাদের নিজের থেকেও উপরে নিয়ে যান এইজন্য বাবা নমস্কার করেন । জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞানের ভাগ্যবান তারা । তোমরা হলে ভাগ্যবান । তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা সম্পূর্ণ অর্থের সঙ্গেই নমস্কার করে । বাবা এসে অনেক সুখ দেন । এই জ্ঞানও খুব আশ্চর্য । তোমাদের রাজত্বও আশ্চর্য । তোমাদের আত্মাও এক আশ্চর্য । রচয়িতা আর রচনার আদি,

মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমাদের নিজের মতো করার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয় । যদিও আগের কল্পের মতোই সকলের ভাগ্য তবুও বাবা পুরুষার্থ করাতে থাকেন । এই কথা বলেন না যে আট রত্ন কে কে হবে । তাঁর বলার কোনো পার্টই নেই । সামনে তোমরাও নিজেদের পার্টকে জেনে যাবে । যে যেমন পুরুষার্থ করবে তার ভাগ্য তেমনই হবে । বাবা রাস্তা বলে দেন, এরপর যে যেমন সেই রাস্তায় চলতে পারবে । এনাকে তো সূক্ষ্ম বতনে দেখা যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা সাথে বসে আছেন । ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হওয়া এক সেকেন্ডের ব্যাপার । বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা হতে ৫০০০ বছর লাগে । বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে মনে হয় এই কথা তো বরাবর ঠিক । যদিও ত্রিমূর্তি বানানো হয় ....ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর । কিন্তু এ কেউই বোঝে না । কিন্তু তোমরা তো বুঝতে পারো । তোমরা প্রতি পদে পদে কতো ভাগ্যশালী সন্তান । দেবতাদের পায়ের তলায় পদ্ম দেখানো হয় । পদ্মপতি নামও উজ্জ্বল । গরীব , সাধারণ মানুষরাই পদ্মপতি হতে পারে । কোটিপতি তো কেউই আসে না । ৫ - ৭ লাখ টাকার লোকেদের সাধারণ বলা হয় । এই সময় ২০-৪০ হাজার তো কিছুই নয় । পদ্মপতি কেউ হলেও সে এক জন্মের জন্য । তারা অল্প জ্ঞান নেবে । বুঝে সবকিছু তো আর স্বাহা করবে না । সবকিছু স্বাহা করবে তারাই যারা প্রথমে এসেছিলো । ফট্ করেই সবার টাকা কাজে লেগে গিয়েছিলো । সাহুকারদের বলা হয় এখন সার্ভিস করো । ঈশ্বরীয় সেবা করতে হলে সেন্টার খোলো । পরিশ্রমও করো । দৈব গুণও ধারণ করো । বাবাকেও গরীবের মালিক বলা হয় । ভারত এই সময় সবার থেকে গরীব । ভারতেরই সবথেকে বেশী জনসংখ্যা কারণ সবার আগে এসেছে । যারা গোল্ডেন যুগে ছিলো তারাই আয়রন যুগে এসেছে । সবাই একদম গরীব হয়ে গেছে । খরচ করে করে সব শেষ করে দিয়েছে । বাবা বোঝান যে এখন তোমরা আবার দেবতা হতে যাচ্ছো । নিরাকার ভগবান তো একজনই । বলিহারি একজনের কাছেই দিতে হবে এইকথা অন্যকে বোঝাতে তোমরা কত পরিশ্রম করো । তোমরা কত চিত্র বানাও । পরের দিকে তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে । ড্রামার টিকটিক তো চলতেই থাকে । এই ড্রামার টিকটিক তো তোমরাই জানো । সমস্ত দুনিয়ার এই নাটক একইভাবে কল্পে কল্পে রিপিট হতে থাকে । সেকেন্ডে সেকেন্ডে একই ঘটনা ঘটতে থাকে । বাবা এই সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলেন, তবুও তিনি বলেন "মনমনাভব ।" বাবাকে স্মরণ করো । কোনো জল বা আগুনের থেকে যদি পার হয়ে যায়, তাতে লাভ কি । এতে থোড়াই আয়ু বাড়ে ।

আচ্ছা । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং শুভ রাত্রি ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে । মনে কোনো খুঁত রেখো না । স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে শঙ্খধ্বনি করতে হবে । কাজ - কারবার করেও এই কোর্স করতে হবে ।

২) বাবার সমান দয়ালু হয়ে অন্ধের লাঠি হতে হবে । মাতা - পিতাকে অনুসরণ করার উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে । নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাউকেই আধার বানাবে না ।

বরদান :- সদা প্রতি সংকল্প আর কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করে সমীপ এবং সমান হও ।

ব্রহ্মা বাবা যেমন দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা প্রতি কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করেছিলেন, এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় -- প্রত্যক্ষভাবে তিনি এই কাজই করে দেখিয়েছেন । কখনোই নিরুৎসাহ হননি, সদা

কিছুই নতুন নয়, এই পাঠেই বিজয়ী ছিলেন। হিমালয়ের মতো বড় বিষয়কেও পাহাড় থেকে উইপোকার তুল্য করে রাস্তা বের করে ফেলতেন, কখনোই ঘাবড়ে যেতেন না, এমনই সর্বদা বড় মন রাখো, খুশীতে থাকো । প্রতি পদে যদি ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করো তাহলেই সমীপ আর সমান হতে পারবে ।

স্লোগান :- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হলে গোপীবল্লভের প্রকৃত গোপিকা হও ।

ওম্ শান্তি ॥